পাঠ্যবইয়ের কাগজের মান নিয়ে শঙ্কায় এনসিটিবি

টাকার মান কমায় বাড়ছে কাগজের দাম

অস্বাভাবিক কম মূল্যে দরপত্রে অংশগ্রহণ

এম এইচ রবিন ●

ডলারের মূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে আন্তর্জাতিক বাজারে কাগজের দাম বাড়ছে প্রতিনিয়ত। বর্তমান বাজারদরে কাগজের হিসাবে বই ছাপানোর দরপত্র হলেও শেষ পর্যন্ত বইয়ের মান কী হবে তা নিয়ে শঙ্কিত জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)।

এনসিটিবি প্রতিবছরের মতো এবারও নির্দিষ্ট মানের কাগজে বই ছাপানোর কার্যাদেশের দরপত্র আহ্বান করেছে। এতে অনেক ছাপাখানা অস্বাভাবিক কম মূল্যে দরপত্রে অংশ নিয়েছে। এখন আন্তর্জাতিক বাজারে কাগজের দাম প্রতিনিয়ত বাড়ছে। টাকার মূল্য হ্রাস, ডলারের উচ্চমূল্য, পরিবহন ব্যয় সব মিলিয়ে কাগজের কাঁচামাল পাল্প আমদানির ব্যয় বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। আগামী তিন মাস বই ছাপানোর মৌসুম। এ সময়ে কাগজের দাম কোথায় পৌঁছবে তা নিয়ে শঙ্কা রয়েছে। এর প্রভাব পড়বে সরকারের বিনামূল্যের পাঠ্যবই ছাপানোয়। ২০২৩ শিক্ষাবর্ষের জন্য প্রায় ৩৩ কোটি পাঠ্যবই

■ এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ৮

পাঠ্যবইয়ের কাগজের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) ছাপানো হবে। এনসিটিবির কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সরকারের ব্যয় সংকোচননীতি অনুসরণ করে ২০২৩ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যবই ছাপানো এবং সরবরাহের কার্যক্রম শুরু করেছে এনসিটিবি। বই ছাপানোর ব্যয় নির্ধারণে বর্তমান বাজারমূল্যের ওপর ভিত্তি করে দরপত্র তৈরি হয়েছে। দামে কম তবে মানে ভালো চাই– এই নীতিতে কাজ করছে। কিন্তু কাগজ এবং ছাপার কালিসহ ছাপাখানায় ব্যবহৃত সরঞ্জামের মূল্য বাড়ছে অস্বাভাবিক হারে। ফলে যথাযথ মান ঠিক রেখে বই ছাপা এবং যথাসময়ে পাঠ্যবই সারাদেশে সরবরাহ নিশ্চিত করা নিয়ে শঙ্কা রয়েছে।

এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. ফরহাদুল ইসলাম গতকাল সোমবার আমাদের সময়কে বলেন, ডলারের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে কাগজের মূল্যবৃদ্ধির সম্পর্ক আছে। তবে আমরা যে মূল্যে দরপত্র আহ্বান করেছি সেটি মেনেই দরপত্রে মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানগুলো অংশ নিয়েছে। এখন আমাদের নির্ধারিত মানের কাগজেই বই ছাপাতে হবে। দরপত্রের শর্ত অনুযায়ী এর ব্যত্যয় ঘটানোর সুযোগ নেই। দুই বছর আগে ২০২০ সালে বিনামূল্যের পাঠ্যবই ছাপানোর সময় কাগজ সংকট ভুগিয়েছে এনসিটিবিকে। ছাপাখানাগুলো বই ছাপানো প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিল ওই সময়। পরে অনেকটা সরকারি হস্তক্ষেপে কাগজ সরবরাহ স্বাভাবিক করে যথাসময়ে বই পৌঁছানো হয় শিক্ষার্থীদের হাতে।

এ বছরও এমন কোনো সংকট তৈরি হবে কিনা জানতে চাইলে এনসিটিবি চেয়ারম্যান বলেন, দরপত্রে অনেক প্রতিষ্ঠান অস্বাভাবিক কম মূল্যে অংশ নিয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে– এরা লোকসান দিয়ে বই ছাপাবে কিনা? আমরা অত্যন্ত সজাগ আছি, কোনোভাবেই বইয়ের মান নিয়ে আপস করব না।